দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 SEP 1986
পৃষ্ঠা ... ... । কলাম ... । ...

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হলে শিক্ষার উন্নতি হবে

।। সাকির আহমদ ।।

"বাংলাদেশের পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের সাথে পরীক্ষার পরিবেশের প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্যে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা পরিবেশের গুরুতর অবনতি ঘটেছে। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং পরীক্ষার পরিবেশে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যাপকভাবে অসদুপায় অবলম্বন এবং অন্যান্য দুর্নীতি সমাজ জীবনে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অশুভ চক্রের সৃষ্টি হয়েছে"। কথাগুলো বলেছেন পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি।

পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের ব্যাপারে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কমিটির মতে ঐ তিনটি দেশের সাথে বাংলাদেশের পরীক্ষা পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্য নেই।

৭-এর পৃঃদেখুন

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 SEP 1986
পৃষ্ঠা ... ... । কলাম ... । ...

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হলে শিক্ষার উন্নতি হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত কিছু তথ্য নীচে তুলে ধরা হলো।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের করাচী উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডে পরীক্ষার আগের দিন রাতে প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ করা হয়।। অন্যান্য বোর্ডেও একইভাবে চূড়ান্তকরণ ও সাইক্লোস্টাইল করা হয়। তাতে করে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পরীক্ষা পাশ করার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রত্যেক বিষয়ে আলাদাভাবে পাশ করতে হয়। যে কোন ছাত্র এক বা একাধিক বিষয়ে ফেল করলে প্রত্যেক বিষয়ে সর্বমোট ৪ বার পরীক্ষা দেয়া যায়। এরপরও পাশ করতে না পারলে সম্পূর্ণ নতুন ছাত্র হিসেবে নাম রেজিষ্ট্রী করতে হয়। নকল প্রবণতা রোধের জন্যই প্রশাসনের উচ্চতর পদে নিয়োজিত ব্যক্তি বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিদর্শকদল গঠন করা হয়।

ভারত

পরীক্ষায় দুর্নীতি দমনের জন্যে প্রতি বছর একটি দুর্নীতি অনুসন্ধান সাব-কমিটি গঠন করা হয়। নকল প্রবণতা বন্ধের জন্যে পরীক্ষার আগে বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করা হয়। পরীক্ষায় যদি কোন ছাত্র দু'টি বিষয়ে অকৃতকার্য হয় তাহলে সেই ছাত্রকে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়। পর পর দু'বার সুযোগ পেয়েও পাস করতে না পারলে পরবর্তী পরীক্ষায় সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের জন্যে ১৯৬১ সালে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও ট্রেনিং কাউন্সিল (এনসিইআরটি) স্থাপন করা হয়।

শ্রীলংকা

শ্রীলংকায় পরীক্ষা পরিচালনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারী সংস্থা। বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা হয়ে থাকে। সব বিষয়ে পাস করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। একজন ছাত্র যে সকল বিষয়ে পাস করে সে সকল বিষয়েই তার সাফল্যের মান দেখিয়ে সনদপত্র দেয়া হয়। অকৃতকার্য বিষয়গুলো পরবর্তী যে কোন বছরে ইচ্ছে করলে দেয়ার নিয়ম রয়েছে।

গবেষণা সংস্থা

তিনটি দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির যে তথ্য দেয়া হয়েছে তার আলোকে কমিটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা স্থাপনের ওপর জোর দিয়েছেন। পরীক্ষার উন্নয়ন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের ব্যাপারে গবেষণা সংস্থাই ভূমিকা পালন করবে।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন

গবেষণা সংসথার পরামর্শে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উত্তরপত্র মূল্যায়ন সহজতর হবে, পরীক্ষার ফলাফলও অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে এবং দুর্নীতি

মেধা যাচাই

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বলে কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবগুলোর সফল বাস্তবায়ন হলে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা এবং মেধা যাচাইয়ের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে বলে কমিটি রিপোর্টে বলা হয়েছে।

অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আলাদাভাবে পাস

বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থী সকল বিষয়ে আলাদাভাবে পাস করার পক্ষে কমিটির কাছে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কমিটির মতে, পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ও পরীক্ষা পরিবেশের উন্নতি হবে। সাথে সাথে পাসের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফেল করা ছাত্রদেরকে পরবর্তী বছর প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার নীতি সমর্থনযোগ্য নয় বলে কমিটি মত প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষার্থীদের মতে, যে বিষয়ে ফেল করে কেবল সে বিষয়েই পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা চালু করা উচিত। কমিটিও তাদের রিপোর্টে পরীক্ষার্থীদের এই মতামতকে সমর্থন করেছে।

পরীক্ষা কেন্দ্র

পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার ভিত্তিতে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচনের বিষয়ের কমিটি কয়েকটি সুপারিশ পেশ করেছেন। কমিটির মতে, প্রতিটি উপজেলায় অন্ততঃ একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে এবং তা উপজেলা সদরে হতে হবে। পরীক্ষার্থীরা নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না। কোন কারণে যদি নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে তাদের শিক্ষকদেরকে পরিদর্শকের দায়িত্ব দেয়া যাবে না। পরীক্ষার সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বদলি করা যাবে না। বিশেষ কারণ ছাড়া কেন্দ্র পরিবর্তন করা বন্ধ করতে হবে।